পানি নিষ্কাশনের অভাবে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল পানির নিচে

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি খাল অবৈধভাবে দখল করে পুকুর খনন ও ভরাট করার খেসারত দিচ্ছেন এলাকার কয়েক হাজার কৃষক।সামান্য বৃষ্টি বা প্লাবনেই তলিয়ে গেছে ফসলি জমি। বিস্তির্ণ মাঠে মাসের পর মাস জলাবদ্ধতার কারণে ৩ থেকে ৪ হাজার বিঘা জমি এখন অনাবাদি হয়ে পড়েছে। পানি নিষ্কাশন ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের দাবী জানিয়ে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্বারকলিপি দিয়েছেন কয়েক শত কৃষক। তবুও মিলছেনা সুরাহা। দ্রুত সময়ে পানি নিষ্কাশন না হলে, উঠতি ফসলও ঘরে তুলতে পারবেন না চাষিরা। তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস উপজেলা প্রশাসনের।

স্থানীয়রা জানান, তৎকালিন সময়ে সাবেক প্রেসিডেন্টে জিয়াউর রহমান তেরাইল ও ষোলটাকা মৌজার মধ্যদিয়ে ভেদড়ী খাল খনন করেছিলেন। যে খাল দিয়ে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠের বৃষ্টির পানি নিস্কাশন হয়ে একটি খালে প্রবাহিত হতো। বিগত ১০/১৫ বছর যাবৎ এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল সেই খালটি অবৈধ দখল করে অপরিকল্পিত পুকুর খনন করেছে। ফলে ওই মাঠের কয়েক হাজার বিঘা জমির পানি নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে গেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিস্তির্ণ ওই মাঠটিতে জমে আছে কোথাও হাটু আবার কোথাও গলা পানি। দিনের পর দিন জমে থাকা পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলের ক্ষেত। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় ৬/৭ গ্রামের ওই মাঠের ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে নানা ফসল নষ্ট হচ্ছে বারবার। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এলাকার শত শত কৃষক। কৃষকরা বলছেন, লোকসানের বোঝা বইতে গিয়ে ঋণের ফাঁদে পড়ছেন তারা। “সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। “এ সমস্যা সমাধানে গত রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন কৃষকরা। তারা দ্রুত মাঠের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, খালটি দখলমুক্ত করে খনন এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী কৃষকরা।

কৃষক আব্দুর রহমান বলেন, ৫ বিঘা জমি বর্গা নিয়েছি। ৩ বিঘা লাগানোর পর সেটা ডুবে গেছে, বাকী দুই বিঘা আর লাগাইনি। কৃষক জয়নাল আবেদীন বলেন, পানিতে সব ফসল ডুবে গেছে। এখন অনুপায় হয়ে ভাবছি এখন পরিবারের লোকজন কি খাবে?”

এলাকাবাসি জানান, “১০/১৫ বছর আগে এ্খানে খাল ছিল, সেই খাল দিয়ে পানি বের হতো। প্রভাবশালীরা দখল করে পুকুর কাটায় কৃষকদের জন্য এটি ক্ষতির কারণ হয়েছে।” খয়বার আলী বলেন, “ঋণ করে বর্গা চাষ করি, সেই ফসল ঘরে তুলতে পারিনি। ১০ বছর কোনো ফসল ঘরে তুলতে পারিনি। বৃষ্টি হলেই জমি ডুবে যায়।“

স্থানীয়রা বলেন, ভেদড়ীর বিলের মুখটা মেরে দেওয়ায় পানির গতিপথ বন্ধ হয়ে এই মাঠ জলাবদ্ধতা তৈরী হয়েছে। এখনই যদি খাল খনন আর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে আগামী মৌসুমে কৃষকেরা ভয়াবহ সংকটে পড়বেন।”

গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থলে যাওয়া হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি ওই মাঠে গিয়ে কৃষকদের সমস্যার কথা শুনেছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে পানি নিষ্কাশন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর মন্ডলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

মাইশা আক্তার কল্যাণপুর গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে।

স্বজন ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, মাইশা আক্তার নিজ বাড়ির পাশের

পুকুর পাড়ে খেলাধুলা করার সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় মাইশা আক্তার কান্নাকাটি শুরু করলে প্রতিবেশীরা সাপে কামড়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক এম কে রেজা জানিয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে শিশু মাইশা আক্তারকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছে। এ কারণে তার শরীরে দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক-১

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মিত অভিযান হিসেবে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার শেখ পাড়ায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত শাকিল গ্যাং এর সক্রিয় সদস্য আলবাপ আলিফ খানকে আটক করে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল।

সে পৌরসভার শেখ পাড়ার আলিফ আরাফাত খান এর ছেলে।

আটকের সময় তার কাছ থেকে ০১ টি চাইনিজ কুড়াল, ০১ ইলেকট্রিক টেজার, ০১ টি ফ্লোল্ডিং স্টিক এবং মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। আটককৃত আসামীকে উদ্ধারকৃত আলামতসহ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানাই মেহেরপুর সেনা ক্যাম্প।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক

ম্যাগাজিন উন্মোচন

মেহেরপুর সরকারি কলেজের টিএসসিআর কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২৫ উন্মোচন অনুষ্ঠান। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. আবদুল ছালাম।

সভাপতির বক্তব্যে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নজরুল কবীর বলেন, বার্ষিক ম্যাগাজিন একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম, যা শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মো. খেজমত আলী মালিথা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ম্যাগাজিন সম্পাদনা পরিষদের সদস্য মঈনুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস. এম. আশরাফুল হাবিব।

উন্মোচন অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে বার্ষিকী ম্যাগাজিন ২০২৫ এর বেশ কিছু স্থিরচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মুজিবনগরে গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে মুজিবনগর গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে বল্লভপুর অফিস প্রাঙ্গণে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্প থেকে মসজিদটির জন্য ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসী।

অভিযোগ অনুযায়ী, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে দ্বীতল ভবনের বাহিরের অংশ প্লাস্টার, থাই গ্লাস, বারান্দার গ্রীল, চিলেকোঠার বিম তুলে ঢালাইসহ প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার বসানো এবং পুরো ভবনের রং করার কথা থাকলেও এখনো অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বরাদ্দের আনুমানিক ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার কাজ করে পুরো বিল তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে চিলেকোঠার সানসেটসহ বিম প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার, গ্রীলের রং এবং বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক রঙের কাজ বাকি রয়েছে। যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা। এতে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

মসজিদ কমিটির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে এখনো আনুমানিক ৯০ হাজার টাকার কাজ বাকি। আমরা চাই দ্রুত অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হোক।

মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার খাইরুল ইসলাম বলেন, আমাদের জানামতে, জুন মাসেই পুরো বিল উত্তোলন করা হয়েছে। অথচ প্রায় ৯০ হাজার টাকার কাজ এখনো বাকি। অসম্পূর্ণ কাজ রেখে কীভাবে পুরো বিল তোলা হলো এটি বড় প্রশ্ন। ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করে বাকি কাজ করার তাগিদ দিলে তিনি গুরুত্ব দেয় নি। পরবর্তীতে কোন রকম যোগাযোগ নেই একদম লাপাত্তা।

ঠিকাদার খোকন মিয়া বলেন, কাজটি আসলে আক্তারুজ্জামান মাস্টারের কাছ থেকে নিয়েছি। রংয়ের কাজ করা হয়নি, চিলেকোঠার দরজা-চৌকাঠ সিডিউলে নেই বলে কাজ হয়নি। রংয়ের কাজ আর তার এই দুটো বাদে সব কম্প্লিট আছে তবে মসজিদ কমিটি চাইলে এগুলো করে দেওয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনউজ্জামান বলেন, আমি বাইরে আছি, বিষয়টি নোট করেছি। পরে জানাবো তবে এখন পর্যন্ত তিনি কিছুই জানাইনি।

এ ঘটনায় স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন।

মুঠোফোনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নানা ভোগান্তি

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকে বেড়েছে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানী বেড়েছে কয়েকগুণ। খাজনা পরিশোধের অনুমোদন না পেয়ে ভুমি মালিকদের ঘুরতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এতে একদিকে যেমন মানুষের হয়রানী বেড়েছে,অন্যদিকে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব। অফিসে সাংবাদিক প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা দেন তহশিলদার আতিকুর রহমান।

সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নামজারী অনুমোদন নিতে হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ। এক সপ্তাহেও পাচ্ছে না অনুমোদন বা নাগরিক সেবা।

নামজারি রিপোর্টের জন্য ২০০ টাকা, ও হোল্ডিং খুলতে নেওয়া হচ্ছে ২০০ টাকা,নামজারি করে দেওয়ার নামে নেওয়া হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ টাকা, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুর ১২ টার সময় অফিসে গেলে সাংবাদিক প্রবেশে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে যেতে হবে বললেন আতিকুর রহমান,অফিসের সব কাজ ফেলে রেখে তিনি মোবাইল ফোনে ব্যস্ত।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, ধর্মচাকী গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে প্রবাস ফেরত সাইফুল ইসলাম জানান,আমি একটি হোল্ডিং খোলার জন্য দুই সপ্তাহ ধরে ঘুরছি, এছাড়াও আমি বিবিধ ১৫১/১৩/১৫০ নামজারী বাতিল পৃর্বক সংশোধনের জন্য ১ বছর ধরে ভুমি অফিসে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ২৩/০৭/২০২৫ ইংরেজি তারিখে সহকারী কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সমস্ত কাগজপত্র দেখে উভয় পক্ষের শুনানি মোতাবেক নামজারী বাতিলের নির্দেশ দেন।

রাজি হননি বরং সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, আমি একটি মিটিংয়ে রয়েছি পরে কথা হবে।

মেহেরপুরে পুরোদমে চলছে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি

মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতির ব্যস্ততা। প্রায় সব মণ্ডপে প্রতিমার কাঠামো গড়ে উঠেছে, রং-তুলির আঁচড় দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। কোনো কোনো মণ্ডপের প্রতিমা প্রায় প্রস্তুত হয়ে এসেছে। পাশাপাশি মণ্ডপ নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জার কাজও এগিয়ে চলছে পুরোদমে।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর শহরের কয়েকটি পূজা মণ্ডপ ঘুরে এবং আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলার মোট ৪০টি মণ্ডপে এবার দুর্গাপূজার আয়োজন হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর শহরসহ সদর উপজেলায় ১৪টি, মুজিবনগরে ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৮টি মণ্ডপে দেবী দুর্গাকে বরণ করার প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরে।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় রয়েছে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির, শ্রীশ্রী হরিসভা মন্দির, শ্রীশ্রী হরিজন বালক পূজা মন্দির, গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির (দাসপাড়া, গোভীপুর), শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির, শ্রীশ্রী রাধের শ্যাম মন্দির, শ্রীশ্রী রাম মন্দির, বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারেয়ারী দুর্গা মন্দির, শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দির (পিরোজপুর দাসপাড়া) এবং শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির এসব মণ্ডপে প্রস্তুতি শেষের পথে।

মুজিবনগর উপজেলায় চলছে মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির,

বাবুপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মণ্ডপ, বল্লভপুর পূজা মণ্ডপ, দারিয়াপুর ও খানপুর শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দিরে শারদীয় পূজার প্রস্তুতি।

গাংনী উপজেলায়ও চলছে সাজসজ্জার ব্যস্ততা। এখানে রয়েছে গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালী মন্দির, গাড়াডোব দাসপাড়া কালী মন্দির, কচুইখালী যুগিন্দা দুর্গা মন্দির, শ্রীহরি মন্দির (নিত্যান্দপুর), রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, ষোলটাকা কর্মকারপাড়া দুর্গা মন্দির, ষোলটাকা দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির, ভোমরদহ দাসপাড়া কালী মন্দির এবং হিজলবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির প্রতিটি জায়গায় চলছে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তের কাজ।

শহরের শ্রীশ্রী হরিসভা মন্দির, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির এবং শ্রীশ্রী হরিজন বালক পূজা মন্দির প্রাঙ্গণেও আয়োজনের শেষ মুহূর্তের কাজ এগিয়ে চলেছে। আগামী রবিবার মহালয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দিরের প্রতিমাশিল্পী শংকর বলেন, আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমরা প্রতিমা শিল্পীরা ব্যস্ত সময় পার করছি। ২৮ তারিখে আমাদের পূজা শুরু হবে। সেজন্য রঙের কাজ নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত। এবং আমাদের তিন-চারটা মূর্তি আছে, দিনরাত পরিশ্রম করে রঙের কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি, সেজন্য আমরা দিনরাত পরিশ্রম করছি।

প্রতিমাশিল্পী দীপঙ্কর বলেন, স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই রঙের কাজ প্রায় শেষের দিকে। রঙের কাজ করতে এখনো আমাদের দুই দিন মতো সময় লাগবে। ভারত থেকে এসে কাজ করে ভালোই লাগছে।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য ভাস্কর হালদার বলেন, আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। কিছুদিন পরেই আমাদের রঙের কাজ শুরু হবে। তারপরে আলোকসজ্জা এবং প্রশাসনিক

সমস্ত কাজ শুরু করা হবে। প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম সম্পন্নের মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে।

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী দুর্গা সব অশুভ শক্তি বিনাশের প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। পূজা উপলক্ষে মণ্ডপগুলোকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের প্রস্তুতিও চলছে এবং পূজার দিনগুলোতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পূজা আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের দুর্গাপূজায় প্রতিমার শৈল্পিক কারুকাজ, মণ্ডপের সৌন্দর্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দর্শনার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে মণ্ডপে গিয়ে পূজা উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য সার্বিক কাজ শেষ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে জামিনে মুক্ত আসামিকে আদালত চত্বর থেকে অপহরণ চেষ্টা, আটক ১০

মেহেরপুর আদালত থেকে জামিনে মুক্ত নুরুজ্জামানকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে টেনে হিঁচড়ে মাইক্রোবাসে তুলে নেওয়ায় ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের লিটন হোসেন (৪২), জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মিঠুন আলী (৩২), জিয়ারুল ইসলাম (৪৫), রামদেবপুরের পারভেজ মোস্তাক (৫১), আসাদুল ইসলাম (৪৫), কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার তেকালার জিন্নাত হোসেন (৩২), সাপাত আলী (৫০), রাজ্জাক (৬৫), প্রাগপুর বীরগাছীর শিপলু (৪৫) এবং মাইক্রোবাস চালক হোসেন আলী (২৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামিন শেষে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়ার সময় কয়েকজন ব্যক্তি নুরুজ্জামানকে বেদম প্রহার করে জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। আশপাশের লোকজন বাধা

দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাঁশবাড়িয়া এলাকা থেকে ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-৮২০০ নম্বরের মাইক্রোবাসটিকে আটক করে। এ সময় অপহৃত নুরুজ্জামানসহ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর সদর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

নুরুজ্জামানের ভাই রাজু আহমেদ জানান, নুরুজ্জামান কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের মৃত আফজাল মালিথার ছেলে। বিদেশে যাওয়ার জন্য গাংনীর রামদেবপুর গ্রামের পারভেজ আশরাফের কাছে টাকা দেওয়া নিয়ে ২৭ লাখ টাকার একটি মামলা মেহেরপুর আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। জামিন পাওয়ার পর পারভেজ ও তার সহযোগীরা ক্ষিপ্ত হয়ে নুরুজ্জামানকে অপহরণের চেষ্টা চালায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে যা জেনেছি, তাদের মধ্যে একটি আর্থিক লেনদেন রয়েছে, যা বর্তমানে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন।

এ বিষয়ে আদালত ফয়সালা দেবেন। তবে তারা যে কাজটি করেছে একজনকে মারধর করে তুলে নিয়ে গেছে বা অপহরণ করেছে সে বিষয়ে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনেছি। যেহেতু তারা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ওসি আরও বলেন, বিদেশে যাওয়ার টাকা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, যা নিয়ে আদালতে মামলা চলমান। মামলার বর্তমান ভিকটিম নুরুজ্জামান কোর্টে আসার পর পারভেজসহ তার লোকজন এসে তাকে মারধর করে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমাদের পুলিশ তড়িৎগতিতে ভিকটিমকে উদ্ধার করে আসামিদের গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জজ আদালতে নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে পারভেজ মুস্তাকিমের দায়ের করা বিশ্বাসভঙ্গ (ধারা ৪০৬), প্রতারণা (ধারা
৪২০) ও অপরাধমূলক হুমকি (ধারা ৫০৬) সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ২০২৫ সালে ভর্তিকৃত অনার্স প্রথম বর্ষ ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, ছাত্র উপদেষ্টা মোঃ মফিজুল ইসলামসহ নবীন ও প্রবীণ শিক্ষার্থীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর বখতিয়ার উদ্দিন বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে বলেন, তাদের নেতৃত্বে এই ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে, আমরা পেয়েছি নতুন এক বাংলাদেশ।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু সমাজের এক শ্রেণির মানুষ আছেন, যাদের ক্ষোভ ও কষ্ট শুধু শিক্ষকদের প্রতি। তাঁরা অন্যান্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বলছেন এটা ভালো লক্ষণ নয়। তোমরা লেখাপড়া করবে, শিক্ষক-গুরুজনদের সম্মান করবে, এবং আমাদের যে কোনো ক্রুটি বা বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত কথা বলবে। আগামীতে তোমাদের নেতৃত্বেই একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে আমি বিশ্বাস করি।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণের ওপর বিশেষভাবে নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, আগামীতে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

অনুষ্ঠানে ফুল ছিটিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয় এবং তাদের হাতে কলেজের লোগো সংবলিত একটি কলম ও রজনীগন্ধার স্টিক উপহার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে